গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পল্লী উন্নয়ন-১ শাখা

নং- ২০.৩৪২.০১৪.০৩.০০.১১৮.২০১৬-৩৩১ তারিখ ঃ ৩১-০১-২০১৭ খ্রিঃ।

বিষয় ঃ "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ১২-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য জনাব এ.এন.সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে।

S.J. Anam 31.01.2017
(সৈয়দ জাহিদুল আনাম)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন ঃ ৯১৮০৭৯৬

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৮। প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১। Director, Enabling Environment, a2i programme, Prime Minister's Office.
১২। প্রকল্প পরিচালক, Digital Land Management System (DLMS) প্রকল্প, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১। সদস্য মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২। প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। উপ-প্রধান (পল্লী উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পল্লী উন্নয়ন-১ শাখা

বিষয়ঃ "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভার কার্যবিবরণী।

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সদস্য জনাব এ.এন.সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে গত ১২-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা সংযোজনী-'খ' এ দ্রষ্টব্য।

২। উপস্থাপনা ঃ

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান প্রকল্পটি সভায় উপস্থাপনকালে বলেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত আলোচ্য প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৯৪৮.৩২৭০ কোটি টাকা যার সম্পূর্ণটাই জিওবি অনুদান এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলোঃ

১) দেশের ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরসমূহে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা (Automated Land Management) সিস্টেম প্রবর্তন;
২) আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভূমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৩) ভূমি সংশ্লিষ্ট নাগরিক সেবাসমূহ (যেমনঃ নামজারি, ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি বন্দোবস্ত, ইত্যাদি) সহজপ্রাপ্য করা; এবং
৪) ভূমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে অনলাইন অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন।

তিনি জানান যে, প্রকল্পটি দেশের ৫৮টি জেলার ৪৫১টি উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩। আলোচনাঃ

৩.১ আলোচনার শুরুতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন যে, ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও কোন প্রকল্পই টেকসই হয়নি। বেশীর ভাগ প্রকল্পগুলোতে ভূমির মিউটেশন নিয়ে কাজ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে মিউটেশন ছাড়াও বহুবিধ বিষয় জড়িত। ফলে সম্পূর্ণ ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সম্ভব হচ্ছে না। আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে মিউটেশনসহ ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়গুলোকে অটোমেশনের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। অটোমশনের মূল লক্ষ্য হলো ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সফট্ওয়্যার তৈরী এবং ঐ সকল সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে one stop service-এর মাধ্যমে জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান। এ প্রেক্ষিতে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান বলেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা সন্তোষজনক নয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কারিগরীধর্মী এবং এটি বৃহৎ আকারে গ্রহণ করা হয়েছে। এত বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সম্পূর্ণ প্রকল্পটি একবারে বাস্তবায়ন না করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো কেন টেকসই হয়নি তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গ পুনঃনির্ধারন করা প্রয়োজন। সভায় এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়। আলোচনান্তে, এ যাবৎ বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী পর্যালোচনা ও সমন্বয় করে আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গ পুনঃনির্ধারন এবং প্রকল্পের প্রথম ২ বছরে প্রয়োজনীয় সফট্ওয়্যার তৈরী, পরবর্তী ১ বছর তৈরী সফট্ওয়্যারসমূহের পাইলটিং ও প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং শেষ ২ বছরে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যারসহ সারাদেশে রেপলিকেট করার বিষয়টি বিবেচনা করার বিষয়ে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

৩.২ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রামের প্রতিনিধি অবহিত করেন যে, a2i প্রোগ্রামের আওতায় ভূমি মিউটেশন সফট্ওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া ভূমি সংস্কার বোর্ডের সাথে a2i এর একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে (যেমনঃ Mutation, Revision, LD Tax এবং AC land miscase) সেবা প্রদান করা হবে। এ চুক্তির আওতায় ঝিনাইদহ সদরসহ ৭ টি উপজেলায় পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সভায় ভূমি জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকল্পের প্রতিনিধি বলেন যে, তাদের প্রণীত সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে মিউটেশন ছাড়াও খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির সার্ভার সংযোগের কাজ চলছে। এ প্রকল্পের আওতায়

জানুয়ারি মাসের মধ্যে ৪৫টি উপজেলায় অনলাইনের মাধ্যমে মিউটেশন কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, চলমান প্রকল্পগুলোতে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সংক্রান্ত মিউটেশন সফটওয়্যার সহ অন্যান্য অর্জনসমূহের যতটুকু অংশ টেকসই হবে সে সকল কার্যাবলী বর্তমান প্রকল্পের সাথে সমন্বয় করা হবে।

৩.৩ সভায় মত প্রকাশ হয় যে, যেহেতু প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো সমগ্র দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সেহেতু পার্বত্য জেলাসহ দেশের সকল জেলা প্রকল্পের আওতায় আনা প্রয়োজন . এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে ঐক্যমত হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে পার্বত্য জেলাসমূহ এবং দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নসমূহকে প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে।

৩.৪ আইএমইডি-র প্রতিনিধি বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি উচ্চ মাত্রার কারিগরী প্রকল্প। মূলতঃ সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি সফটওয়্যার তৈরী করা হবে। সফটওয়্যারসমূহের কারিগরী দিকগুলো সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করার জন্য একই সাথে ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সম্পর্কে বিশদ প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান সম্পন্ন জনবল প্রকল্পে থাকা জরুরী। কারণ ইতোপূর্বে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অধিকাংশ প্রকল্প সফটওয়্যার সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। আইএমইডি-র প্রতিনিধি আরো বলেন যে, ডিপিপি-তে প্রস্তাবিত পরামর্শকদের যোগ্যতা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেমনঃ আইটি কনস্যালটেন্টের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স/আইটি-তে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যার তৈরীর কাজে অভিজ্ঞতা; ডোমেইন স্পেশালিস্ট এর জন্য যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর পরিবর্তে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার সায়েন্স/আইটি-তে স্নাতক ডিগ্রী থাকা সমীচীন হবে। এছাড়া তিনি উল্লেখ করেন যে, ডিপিপি-র লগফ্রেমে indicator-এর বিপরীতে যে MOV নির্ধারণ করা হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট নয়। এই লগফ্রেমের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে মনিটর করা যাবে না বিধায় এটি যথাযথভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

৩.৫ আইএমইডি-র প্রতিনিধির মতামতের প্রেক্ষিতে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্ম-প্রধান বলেন যে, সফটওয়্যারসমূহ তৈরীর জন্য প্রকল্পের আওতায় কোন ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগ না করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সফটওয়্যারসমূহ তৈরী করা যৌক্তিক হবে। যোগ্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের লক্ষ্যে যথাযথ দরপত্র তৈরীর জন্য PIU-এর আওতায় নির্দিষ্ট জনমাসের জন্য ১ জন প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া, নির্মিতব্য সফটওয়্যারসমূহের feature সঠিকভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে PIU-এ প্রয়োজনীয় জনমাসের জন্য ১ জন ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সফটওয়্যারসমূহ যথাযথভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য PIU-এর সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার ও মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আরো সুনির্দিষ্ট করার জন্য সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৩.৬ পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং-এর যুগ্ম-প্রধান উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পটির উপর গত ১০-১০-২০১৬ এবং ১৪-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নোক্ত সুপারিশসূহ গৃহীত হয়ঃ

- প্রকল্পটি ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হতে পারে।
- প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যক্রম একই প্রকল্পের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ১ম পর্যায়ে সফটওয়্যার তৈরী, তার সীমিত পরিসরে পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং Tenant profile/plot profile ডাটা-বেজসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম। ২য় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জাম ও ফার্নিচার সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম। পর্যায়ভিত্তিক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম ও বাজেট সুনির্দিষ্ট করে সময়সীমাসহ ডিপিপি-তে প্রতিফলিত করতে হবে।
- বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় প্রণীত ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত Software সমূহ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে Customize করে বর্তমান প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয় করা যেতে পারে।
- পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে প্রকল্পের জন্য বছর ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করতে হবে।
- ভূমি মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ-এর আওতায় আলোচ্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন কিভাবে করা হবে তা ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।
- ডিপিপি-র প্রস্তাব অনুযায়ী ডিপিডি হিসেবে জেলা প্রশাসকগণ এবং এপিডি হিসেবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য কোন দায়িত্বভাতা পাবেন না।
- ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী (১-১২সপ্তাহ) প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। ডিপিপি-তে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিভাজন উল্লেখ করতে হবে।
- প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- প্রকল্পের কার্যক্রম যেহেতু স্থায়ী প্রকৃতির সেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ শেষে কার্যক্রম টেকসই করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের কাঠামো অর্থ বিভাগের জনবল কমিটির সুপারিশসহ ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।

- 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, অক্টোবর ২০১৬' অনুযায়ী ডিপিপি বাংলায় প্রণয়ন করতে হবে।

এ্যাপ্রেইজল সভার সুপারিশসমূহ পর্যালোচনান্তে পিইসি সভায় গৃহীত হয়। যুগ্ম-প্রধান সভায় উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পে ৩৫৭৯ টি GNSS মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। যার প্রতিটার মূল্য ১৫.০০ লক্ষ টাকা। এসব মেশিন মাঠ পর্যায়ের ভূমি অফিসে ব্যবহৃত হবে। এত উচ্চ মূল্যের মেশিন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংরক্ষণ সুবিধা আছে কিনা বা প্রত্যেক ভূমি অফিসে এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা যাচাই করা প্রয়োজন। বিষয়টি সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রকৃত প্রয়োজনীতা যাচাই করে সর্বোচ্চ ২০০০ টি GNSS মেশিন ক্রয় এবং মাঠ পর্যায়ে সরবরাহের সিদ্ধান্ত হয়।

৩.৭ সবশেষে এ্যাপ্রেইজল সভায় সুপারিশকৃত প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক ব্যয় পিইসি সভায় উপস্থাপন করা হয়। পিইসি সভায় উক্ত সুপারিশকৃত ব্যয় পর্যালোচনান্তে প্রকল্পের পুনর্গঠিত অঙ্গের ভিত্তিতে ব্যয় প্রাক্কলনের বিষয়ে একমত পোষণ করা হয়।

৪.০ সিদ্ধান্ত ঃ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে প্রস্তাবিত "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করতে হবে ঃ

৪.১ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী পর্যালোচনা ও সমন্বয় করতঃ a2i এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অঙ্গ পুনঃনির্ধারন করতে হবে।

৪.২ ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ টেকসই না হওয়ার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।

৪.৩ প্রস্তাবিত প্রকল্পটি একটি ডিপিপি-র আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রকল্পের প্রথম ২ বছরে প্রয়োজনীয় সফট্‌ওয়্যার তৈরী, পরবর্তী ১ বছর মেয়াদে তৈরী সফট্‌ওয়্যারসমূহের পাইলটিং ও প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং শেষ ২ বছরে সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যারসহ সারাদেশে রেপলিকেট করতে হবে।

৪.৪ পর্যায়ভিত্তিক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত কার্যক্রম ও বাজেট সুনির্দিষ্ট করে সময়সীমাসহ ডিপিপি-তে প্রতিফলিত করতে হবে।

৪.৫ সফট্‌ওয়্যারসমূহ তৈরীর জন্য প্রকল্পের আওতায় কোন ব্যক্তি পর্যায়ে পরামর্শক নিয়োগ না করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তৈরী করতে হবে।

৪.৬ যোগ্য পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নির্ধারণের লক্ষ্যে যথাযথ দরপত্র তৈরীর জন্য PIU-এর আওতায় নির্দিষ্ট জনমাসের জন্য ১ জন প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে।

৪.৭ নির্মিতব্য সফট্‌ওয়্যারসমূহের feature সঠিকভাবে নির্ধারণের লক্ষ্যে PIU-এ প্রয়োজনীয় জনমাসের জন্য ১ জন ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট নিয়োগ করা যেতে পারে।

৪.৮ PIU-এর সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার ও মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আরো সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

৪.৯ পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে প্রকল্পের জন্য বছর ভিত্তিক ব্যয়ের হিসাব উল্লেখ করতে হবে।

৪.১০ ভূমি মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ-এর আওতায় আলোচ্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন কিভাবে করা হবে তা ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।

৪.১১ ডিপিপি-র প্রস্তাব অনুযায়ী ডিপিডি হিসেবে ডেপুটি কমিশনার এবং এপিডি হিসেবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দায়িত্ব পালন করতে পারেন। তবে এ দায়িত্ব পালনের জন্য কোন দায়িত্বভাতা পাবেন না।

৪.১২ ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী (১-১২সপ্তাহ) প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা যেতে পারে। ডিপিপি-তে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিভাজন উল্লেখ করতে হবে।

৪.১৩ প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হবে।

৪.১৪ প্রকল্পের কার্যক্রম যেহেতু স্থায়ী প্রকৃতির সেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ শেষে কার্যক্রম টেকসই করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের কাঠামো অর্থ বিভাগের জনবল কমিটির সুপারিশসহ ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।

৪.১৫ ডিপিপি-র লগ ফ্রেম যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে।

৪.১৬ 'সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি, অক্টোবর ২০১৬' অনুযায়ী ডিপিপি বাংলায় প্রণয়ন করতে হবে।

৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৩০.০১.২০১৭

(এ.এন.সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরী)
সদস্য

সংযোজনী-'খ'

"ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন শীর্ষক প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের উপর ১২-০১-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকাঃ

ভূমি মন্ত্রণালয়ঃ
১। জনাব আবুয়াল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব
২। জনাব মোঃ কামাল আতাহার হোসেন, উপ-প্রধান
৩। জনাব মোঃ ফজলুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ঃ
৪। জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক, ন্যাশনাল কনষালটেট (এটু আই)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগঃ
৫। জনাব মোঃ মাহবুব জামান খান, সহকারী পরিচালক

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগঃ
৬। জনাব জোসেফা ইয়াসমিন, সহকারী প্রধান

কার্যক্রম বিভাগঃ
৮। জনাব ড. সেলিনা আক্তার, যুগ্ম-প্রধান

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরঃ
৯। জনাব এ, কে, এম শাহাবুদ্দিন, উপ-পরিচালক
১১। জনাব মোহাম্মদ ফারুক আলম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিএলএমএস)

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেটঃ
১১। জনাব এ, টি, এম আজহারুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগঃ
৪। জনাব শেখ নজরুল ইসলাম, প্রধান
৫। জনাব মোঃ মনজুরুল আনোয়ার, যুগ্ম-প্রধান
৬। জনাব মুসরাত মেহ্ জাবীন, উপ-প্রধান
৭। জনাব সৈয়দ জাহিদুল আনাম, সিনিয়র সহকারী প্রধান
৮। রুনু সাহা, সহকারী প্রধান

পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পল্লী উন্নয়ন-০১ শাখা

নং- ২০.৩৪২.০১৪.০৩.০০.১১৮.২০১৬-৩০৫ তারিখ ঃ ০৫-১২-২০১৬ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজল সভার সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি।

সূত্রঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩১.০৪৭.০১৪.০১.০০.৯৭.২০১৫-২৮৮, তারিখঃ ২৭/১১/২০১৬ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ১৩-১১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজল সভা আহ্বান করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত সভা স্থগিত করা হয় এবং ২৮-১১-২০১৬ তারিখে পুনরায় সভাটি আহ্বান করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আহ্বানকৃত সভা পুনরায় স্থগিত করা হয়।

০২। বর্ণিত আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজল সভাটি **আগামী ১৪-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ বুধবার বেলা ১১ঃ৩০ ঘটিকায়** পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সম্মেলন কক্ষে (ব্লক # ১৭, কক্ষ # ১৯) অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান জনাব সরদার ইলিয়াস হোসেন। সভার কার্যপত্র ও প্রস্তাবিত ডিপিপি ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৩। উক্ত সভায় উপস্থিত/উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৫/১২/২০১৬

(সৈয়দ জাহিদুল আনাম)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন ঃ ৯১৮০৭৯৬
jahidulanam@gmail.com

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। Director, Enabling Environment, a2i programme, Prime Minister's Office.
৭। প্রকল্প পরিচালক, Digital Land Management System (DLMS) প্রকল্প, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা। (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কারিগরি কর্মকর্তা/পরামর্শকসহ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ

১। উপ-সচিব (প্রটোকল), পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (সভায় আনুমানিক ২০ জন কর্মকর্তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২। সদস্য মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। উপ-প্রধান (পল্লী উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পল্লী উন্নয়ন-০১ শাখা

নং- ২০.৩৪২.০১৪.০৩.০০.১১৮.২০১৬-২৮৫ তারিখ ঃ ০৩-১১-২০১৬ খ্রিঃ।

আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজল সভার বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৩-১১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ রবিবার বেলা ১২:৩০ ঘটিকায় পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের প্রধান জনাব সরদার ইলিয়াস হোসেন এর সভাপতিত্বে তাঁর সম্মেলন কক্ষে (ব্লক # ১৭, কক্ষ # ১৯, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর) ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজল সভা অনুষ্ঠিত হবে।

২। সভার কার্যপত্র ও ডিপিপি এতদ্‌সংগে প্রেরণ করা হলো।

৩। উক্ত সভায় উপস্থিত/উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

S.J. A 03/11/2016

(সৈয়দ জাহিদুল আনাম)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন ঃ ৯১৮০৭৯৬
jahidulanam@gmail.com

কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)ঃ

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিসিসি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। Director, Enabling Environment, a2i programme, Prime Minister's Office.
৭। প্রকল্প পরিচালক, Digital Land Management System (DLMS) প্রকল্প, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা। (প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কারিগরি কর্মকর্তা/পরামর্শকসহ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো)

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপিঃ

১। উপ-সচিব (প্রটোকল), পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা (সভায় আনুমানিক ২০ জন কর্মকর্তার আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২। সদস্য মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। যুগ্ম-প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫। উপ-প্রধান (পল্লী উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পল্লী উন্নয়ন-০১ শাখা

আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজল সভার কার্যপত্র

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্প।
২।	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়।
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ ভূমি মন্ত্রণালয়।
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ ১৯৪৮৩২.৭০ (সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান)
৪।	বাস্তবায়নকাল	ঃ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।
৫।	প্রকল্প এলাকা	ঃ দেশের ৫৮ টি জেলার ৪৫১টি উপজেলা (বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫)।
৬।	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ	ঃ প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (এডিপি পৃষ্ঠা-৭৩০, ক্রমিক নং-১৬১)।

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

১) দেশের সকল ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরসমূহে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম স্থাপন।

২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলসহ ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরসমূহের মধ্যে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন।

৩) আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভূমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৪) ভূমি সংশ্লিষ্ট নাগরিক সেবাসমূহ (যেমনঃ নামজারি, ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি বন্দোবস্ত, ইত্যাদি) আরও সুন্দর ও সহজপ্রাপ্য করা।

৫) ভূমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে অনলাইন অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন।

৮। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

১) সফটওয়্যার প্রণয়ন;

২) ভূমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩) বর্তমান ভূমি সংক্রান্ত ডাটা ডিজিটাইজিং করা।

৯। প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ঃ প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সংযোজনী-'ক' সদয় দ্রষ্টব্য।

১০। পরিকল্পনা কমিশনের মতামত ঃ

১) ভূমি ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। এর অটোমেশন অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং অটোমেশন কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে করা প্রয়োজন। সেক্ষত্রে, একত্রে সমগ্র দেশে না করে পাইলটিং প্রকল্প দুটির লব্ধ জ্ঞানের আলোকে পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশে এর বাস্তবায়ন সমীচীন হবে। এতে করে এক পর্যায়ের ভুল-ত্রুটি/অভিজ্ঞতা পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধনের সুযোগ থাকবে।

২) ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে ২০১১/২০১২ সাল থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২টি বিনিয়োগ প্রকল্প চলমান রয়েছে। "Digital Land Management System (DLMS)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি সমন্বিত সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হচ্ছে যা প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৫টি উপজেলায় চালু করা হবে। এর কার্যকরিতা যাচাই করে এটি দেশের সকল উপজেলায় Raplicate করার কথা। ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন আরেকটি সফটওয়্যার তৈরী না করে প্রণয়নাধীন সফটওয়্যারটি Trial and Error Basis-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করা সমীচীন হবে। চলমান প্রকল্প দুটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করে প্রকল্পের আওতায় প্রণীত সফটওয়্যার ও অন্যান্য digitization কার্যাবলীর সফলতা/ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ সমীচীন হবে।

সংযোজনী - 'ক'

"ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ঃ

(লক্ষ টাকায়)

			প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রাক্কলন সভার সুপারিশকৃত ব্যয়		মন্তব্য
আর্থিক কোড	অর্থনৈতিক কোড	অংশের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ	জিওবি	সংখ্যা/পরিমাণ	জিওবি	
(ক) রাজস্ব ব্যয় ঃ							
		বেতন ঃ					
৪৫০০	৪৫০১	কর্মকর্তাদের বেতন	৮ জন	২৯২.৯১			
৪৬০০	৪৬০১	কর্মচারিদের বেতন	৪৫৪ জন	৫০৮৭.৬৮			
		উপ-মোট (বেতন) ঃ		৫৩৮০.৫৯			
৪৭০০		ভাতাদি ঃ					
	৪৭০৫	বাড়ী ভাড়া ভাতা	৬৩ জন	২৮.৯৫			
	৪৭০৯	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৮ জন	১০.০০			
	৪৭১৩	উৎসব ভাতা	৪৬২ জন	৬৫০.৯২			
	৪৭১৭	চিকিৎসা ভাতা	৫ জন	২.৭০			
	৪৭২৫	[illegible]	৫ জন	১০.০০			
	৪৭৫৫	টিফিন ভাতা	২ জন	২.০০			
	৪৭৬৫	যাতায়াত ভাতা	৩ জন	১০.০০			
	৪৭৭৩	শিক্ষা ভাতা	১ জন	১.১০			
		উপ মোট (ভাতাদি) ঃ		৭৩১.৯২			
৪৮০০		সরবরাহ ও সেবা ঃ					
	৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৭০.০০			
	৪৮০২	বদলী ব্যয়	থোক	১০.০০			
	৪৮০৬	অফিস ভাড়া	১০ মাস	২০.০০			
	৪৮১০	[illegible]	থোক	২০.০০			
	৪৮১৫	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ইন্টারনেট/মোবাইল ঃ		৩.০০			
		১) PIU এর জন্য টেলিফোন/ইন্টারনেট/মোবাইল	থোক	১৫.০০			
		২) Internet connection of AC(Land) & ULO for 60 months	৩৫৭৯	১৫০০৩.৮০			
	৪৮১৬	[illegible]	থোক	০.২৫			
	৪৮১৮	[illegible]	থোক	১৫.০০			
	৪৮২১	বিদ্যুৎ	থোক	১০.০০			
	৪৮২২	গ্যাস এবং জ্বালানি	৮ টি	১৬৫.০০			
	৪৮২৩	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	৮ টি	৪০.০০			
	৪৮২৪	[illegible]	থোক	১০.০০			
	৪৮২৮	(a) Stationary for AC(Land) (Paper, toner and others)	৮৭১	১২৬৬.২০			
		(b) Stationary for Union/municipal land office(Paper, toner)	৩১২৮	১০৩৩২.৪০			
		(c) Stationary for PIU (Paper, toner and others)	থোক	৩১৭.৬৫			
	৪৮৩১	বই এবং সাময়িকী	থোক	৫.০০			
	৪৮৩৩	(১) প্রচার এবং বিজ্ঞাপন	থোক	১০.০০			
		(২) মুদ্রণ	৩৫৭৯	৩৫০.০০			
		(৩) Preparation of DPP	থোক	৭.০০			
	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ঃ ✓	১২ জন	৩.০০			
		(a) স্থানীয় প্রশিক্ষণ ঃ					
		1 Training on costomised softwarwe ✓	১২২৯২	২৬৬২.৫০			
		2 Refreshers course ✓	১২২৯২	১০৭৩.০০			
		3 Training on GIS	থোক	১৭০.০০			
		(b) বৈদেশিক (Short and long courses) ✓	থোক	২০০০.০০			
	৪৮৪২	সেমিনার এবং কনফারেন্স	থোক	৫৭.০০			
	৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	থোক	১০.০০			
	৪৮৪৬	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়	থোক	৬.০০			
	৪৮৪৯	১. Raw materials for	থোক	২.০০			
		২. Networking for Upazila and ULO ✓	৩৫৭৯	১০৭৩.৭০			
		৩. Webpage design ✓	থোক	১.০০			
	৪৮৭৪	কনসালটেন্সি ✓	৯	১২৫৮.০০			
	৪৮৭৫	[illegible]	থোক	৫.০০			
	৪৮৭৬	[illegible]	থোক	১২৫.৩১			
	৪৮৭৭	ফটোকপি	থোক	৩.০০			
	৪৮৭৮	কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	২৭.০০			
	৪৮৭৯	[illegible]	থোক	১৫.৫০			
	৪৮৮০	Hiring charge for labour	থোক	৪.০০			
	৪৮৯৯	Special expenditure ঃ					

পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের জবাব

ক্র: নং	পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্য	ভূমি মন্ত্রণালয়ের জবাব
১।	ভূমি ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। এর অটোমেশন অত্যন্ত জরুরী । সুতরাং অটোমেশন কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে, একত্রে সমগ্র দেশে না করে পাইলটিং প্রকল্প দুটির লব্ধ জ্ঞানের আলোকে পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশে এর বাস্তবায়ন সমীচীন হবে। এতে করে এক পর্যায়ের ভুল-ত্রুটি / অভিজ্ঞতা পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধনের সুযোগ থাকবে।	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় ৩১টি অনুশাসন প্রদান করেন। তন্মধ্যে ২৪ নং অনুচ্ছেদেরে ১৯ নম্বর অনুশাসন (পরিশিষ্ট-ক) ➢ *"ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের কাজ ভাগে ভাগে না করে সারাদেশে একসাথে করতে হবে এবং ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে"।* • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ অন্যতম: (পরিশিষ্ট-খ) ✓ ৭.০.খ.১ সিদ্ধান্ত: বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম যথাক্রমে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় রেখে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে কীভাবে সমন্বয় করা যায় তা উভয় মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। ✓ ৭.০.খ.২সিদ্ধান্ত: যত দ্রুত সম্ভব **Certificate of Land Ownership** (CLO) প্রবর্তন করতে হবে। ✓ ৩.৯. ঙ.১ সিদ্ধান্ত: সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে যে সব জমি আছে সেগুলোর বর্তমান ও ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটা তথ্যভিত্তিক ভূমি ড্যাটা ব্যাংক চালু করতে হবে। • আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৪ এ ভূমি সংক্রান্ত ৮ টি বিষয় উল্লেখ আছে যা বর্তমান সরকারের আমলে বাস্তবায়নের ভূমি মন্ত্রণালয়ের বাধ্যবাধকতা আছে। উক্ত ৮টি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আগামী পাঁচ বছরে দেশের সব জমির রেকর্ড ডিজিটালাইজড করার

কাজ সম্পন্ন করা হবে।

- উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন অর্থাৎ ডিজিটাইজেশন বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। ভূমি মন্ত্রণালয়ে ইতিপূর্ব হতে গৃহীত ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে ৪ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়ন ও তাদের দ্বারা বাস্তবায়িত "ইমপ্রুভিং পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি থ্রো ই-সলুশন" নামক একটি প্রকল্প- যার উদ্দেশ্য ছিল "আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সকল বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য *ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান* প্রণয়ন করা। ইতিমধ্যে মাস্টার প্ল্যানটি গৃহীত হয়েছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় সে অনুসারে ভবিষ্যৎ করণীয় ঠিক করছে। এছাড়া এটুআই , ভূমি সংস্কার বোর্ড, ও বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস নিজ নিজ উদ্যোগে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে উদ্যোগ গৃহণ করেছে যেমন মিউটেশন প্রক্রিয়া, হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির তথ্য, অর্পিত সম্পত্তির ফি আদায়, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদানের প্রক্রিয়া এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত মিউটেশন নামক সফটওয়্যার চালু করেছে; দেশের বিভিন্ন উপজেলা ভূমি অফিসে ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগে সংযোজন করে কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু কোনটিতেই সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে সমন্বিত ড্যাটাবেইজ তৈরির উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি, যা দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে টেকসই করবে।

১৯৯৫ সাল হতে বিভিন্নভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের জন্য ১০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এডিবি কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্লানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ প্রকল্পগুলো Sporadic আকারের হওয়ায় সেগুলো টেকসই হয়নি এবং Sporadic আকারের প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে নিরুৎসাহ করা হয়েছে।

ফলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এবং মাস্টার প্লানের সুপারিশ মোতাবেক "*ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের কাজ ভাগে ভাগে না করে সারাদেশে একসাথে করতে হবে এবং ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য* ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল সেবাসমূহকে আধুনিকীকরণের নিমিত্ত একটি সমন্বিত প্রকল্প

		গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।
২।	ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে ২০১১/২০১২ সাল থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২টি বিনিয়োগ প্রকল্প চলমান রয়েছে । Digital Land Management System (DLMS)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি সমন্বিত সমন্বিত সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হচ্ছে যা প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৫টি উপজেলায় চালু করা হবে। এর কার্যকারিতা যাচাই করে এটি দেশের সকল উপজেলায় replication করার কথা। ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন আরেকটি সফটওয়্যার তৈরি না করে প্রণয়নাধীন সফটওয়্যারটি trial and error basis এ প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করা সমীচীন হবে। চলমান প্রকল্প দুটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করে প্রকল্পের আওতায় প্রণীত সফটওয়্যার ও অন্যান্য digitization কার্যাবলী সফলতা/ ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ সমীচীন হবে।	"Digital Land Management System (DLMS)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত সফটওয়ারের মাধ্যমে Online এ জনগণ Mutation এর আবেদন করতে পারবন। জমির জমা-খরিজ আবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি পরীক্ষা করা হবে। সকল প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র পাওয়ার পর, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস হতে আবেদনের কপি প্রিন্ট করে ম্যানুয়ালী জমির দখল ও দলিলাদি যাচাই এর জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করা হবে। ইউনিয়ন ভূমি জমির দখল ও দলিলাদি যাচাই-বাছাই শেষে পুনরায় ম্যনুয়ালী হাতে হাতে এসি(ল্যান্ড) প্রেরণ করা হবে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে রিপোর্ট পাওয়ার এসি(ল্যান্ড) হতে পুনরায় সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হবে। উক্ত সফটওয়ারটি সেমি-অটোমেশনের মাধ্যমে মিউটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। রেকর্ড ডাটা প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে না। সুতরাং উক্ত সফটওয়ারটি সারা দেশে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থাপনার মৌলিক কার্য সম্পাদিত হবে না। তবে উক্ত সফটওয়ারের কোন অংশ সারাদেশে Replicable যোগ্য বিবেচিত হলে সে অংশ প্রস্তাবিত প্রকল্পে নেয়া হবে।
৩।	ডিপিপি-তে ভূমি মন্ত্রণালয়কে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা	আরওআর (রেকর্ড অব রাইটস) চূড়ান্ত প্রকাশনার পর সেগুলো ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষ (কালেক্টর- ডিসি, এসি(ল্যান্ড) ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশিল))

	হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উদ্যোগী মন্ত্রণালয় নিজেই বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভূমিকা পালন করলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ যথাযথ হয় না । তাছাড়া, ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের মত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিষয়টি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।	এ প্রেরণ করা হয়। দৈনন্দিন জমির মালিকানা হালনাগাদ করা হয়ে থাকে ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। কিন্তু ভূমি রাজস্ব কর্মকর্তাগণ সরাসরি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকেন। তাছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এ সকল কর্মকর্তা সম্পাদন করে থাকেন অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হয়েছে কালেক্টরের মাধ্যমে – বর্তমান সময় পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সেভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া, জমির রেজিস্ট্রেশন বিষয়টির এ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন। ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কার্যক্রম সংক্রান্ত। এ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং বিভাগীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা ছাড়া বাস্তবায়ন একবারেই অসম্ভব। সুতরাং ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন কোনো সংস্থাকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া, মাস্টার প্লান ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি শক্তিশালী ইউনিটের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায়, ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে।
৪।	ডিপিপি-তে প্রকল্পের জন্য বছর ভিত্তিক জিওবি চাহিদা (অনুচ্ছেদ- 7b) উল্লেখ করা হয়নি (ডিপিপি পৃষ্ঠা-২ দ্রষ্টব্য)	প্রকল্পের জন্য বছর ভিত্তিক জিওবি চাহিদা (অনুচ্ছেদ- 7b) উল্লেখ করা হবে।
৫।	প্রকল্পটি মোটি ১৯৪৮.৩২৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে । অর্থাৎ প্রকল্পটির জন্য বার্ষিক উন্নয়ন	ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন সরকারের একটি গুরুত্বপূণ খাত। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে চলতি অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে ৭৫.০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

	কর্মসূচি (এডিপি)-তে গড়ে প্রতিবছর ৩৮৯.৬৬৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ-এর আওতায় এ অর্থায়ন কিভাবে করা হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে জানা প্রয়োজন।	
৬।	Digital Land Management System (DLMS)" শীর্ষক প্রকল্পটি (পাইলটিং প্রকল্প) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে , আলোচ্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক অথবা অন্য কোন দেশী/ বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, প্রকল্প পরামর্শক সংস্থা ফিলিপাইনেও ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের কাজ করছে। ফিলিপাইন সরকারের সরাসরি কোন অর্থায়ন নেই। সেখানে স্থানীয় কয়েকটি ব্যাংকের সমন্বয়ে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হচ্ছে। বিষয়টি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।	১৯৯৫ সাল হতে যতগুলো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার অধিকাংশ প্রকল্পই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নের বাস্তবায়িত হয়েছে। যার কোনো প্রকল্পটি টেকসই হয়নি। তাছাড়া, 7 Five Year Plan(7th FYP) এর প্রাক-প্রতিবেদনের ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে প্রকল্পটি দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এ প্রকল্পের জন্য দাতা সংস্থা খুজতে গেলে আরো সময়ের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, দাতা সংস্থা পাওয়া দুস্কর হতে পারে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন বিধায় বাংলাদেশ সরাকারের নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৭।	প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ৫৯ জন জেলা প্রশাসকগণকে উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং ৪৫১ জন সহকারী কমিশনার	জেলা প্রশাসনের সক্রিয় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। জেলা প্রশাসকের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তত্ত্বাবধান ছাড়া এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় । সে বিবেচনায়, জেলা প্রশাসক-কে প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক করার

	(ভূমি)কে সহকারী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর যৌক্তিকতা/ প্রয়োজনীয়তা সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।	প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া, উপজেলা ভূমি অফিস সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে সহকারী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক-কে উপপ্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে গত ১৩/১১/২০১৬ তারিখে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে।
৮।	প্রস্তাবিত প্রকল্পে ১০টি মাস্টার্স ও ৫টি পিএইচডি প্রোগ্রাম প্রস্তাব করা হয়েছে যা প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বিধায় বাদ দেয়া যেতে পারে। (এর পরিবর্তে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শর্ট ট্রেনিং এর সংস্থান রাখা যেতে পারে।)	বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল নেই বলেই চলে। সুতরাং প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করা প্রয়োজন – যারা ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবস্থাপনার আনুনিকীকরণের মডেল হিসেবে কাজ করতে পারবেন। সে বিবেচনায়, স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের সাথে সাথে দীর্ঘ মেয়াদী এ সকল কোর্সের প্রস্তাব করা হয়েছে।
৯।	ডিপিপি-তে ৪৩.৬৮% প্রস্তাব করা হয়েছে, যা যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করা প্রয়োজন।	প্রকল্পটি ৪৫১টি উপজেলা ভূমি অফিস, ৩১২৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রতিটি উপজেলা ভূমি অফিসের দৈনন্দিন ব্যয় মিটানোর নিমিত্ত ৫ বছরের জন্য ৭.২ লক্ষ টাকা এবং প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দৈনন্দিন ব্যয় মিটানোর নিমিত্ত ৫ বছরের জন্য ৩.৩ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে (এ খাতে ১৩৫.৬৯ কোটির টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে)। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে একটি রিডানডেন্ট ইন্টারনেট কনেকশনের জন্য ১৫০.৩১৮০ কোটির টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রির জন্য ১৬৪.০০ কোটি টাকা এবং ই-মেইল ও এসএমএস সার্ভিস চার্জের জন্য ৮৮.৮০ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। যেহেতু মোট ৩৫৭৯টি অফিসে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে সেহেতু যৌক্তিকতার সাথে এ ব্যয় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে।
১০।	ডিপিপি-র অঙ্গভিত্তিক প্রস্তাবিত পরিমাণ ও ব্যয় সভায় পর্যালোচনাপূর্বক পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন।	সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

১১	প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারিত হতে পারে।	প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত করা যেতে পারে।
১২।	পিইসি সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রকল্পটির জনবল কমিটি সভার সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে।	জনবল কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।
১৩।	জনবল কমিটির সুপারিশ ব্যতীত ৬নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হবে না।	জনবল কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪।	প্রকল্পটি ৫৮টি জেলার আওতায় কতটি উপজেলায় বাস্তাবায়িত হবে তা ডিপিপি-র ক্রমিক-৪ এ উল্লেখ করা প্রয়োজন।	প্রকল্পটি ৫৮টি জেলার আওতায় কতটি উপজেলায় বাস্তাবায়িত হবে তা ডিপিপি-র ক্রমিক-৪ এ উল্লেখ করা হবে। উল্লেখ্য, ডিপিপি'র ৫৮টি জেলার আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা Annexure এ উল্লেখ করা হয়েছে।
১৫।	প্রকল্পের PSC ও PIC ছাড়াও Central monitoring Committee, field level monitoring committee ও technical working committee শীর্ষক তিনটি কমিটি প্রস্তাব করা হয়েছে । প্রস্তাবিত কমিটিসমূহের যৌক্তিকতা মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা করতে পারে।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিসের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটিতে বিভাগীয় কমিশনারগণ সদস্য রাখা হয়েছে যাতে করে বিভাগীয় কমিশনারগণ মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন সরাসরি তদারকি করতে পারেন। তাছাড়া, স্টিয়ারিং কমিটি থাকলেও সেখানে বিভাগীয় কমিশনারগণকে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে। এ বাস্তবতায় কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে।

		অপরদিকে, সরাসরি যোগাযোগ, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে শক্ত সেতুবন্ধন অত্যন্ত জরুরী । তাই, প্রতিটির জেলা প্রশাসক আহ্বায়ক করে মাঠপর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং করার জন্য একটি কমিটির প্রস্তাব হয়েছে। বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিল ও বিশাল কর্মযজ্ঞকে সম্পাদন/ সঠিক বাস্তবায়নের উপরই এ প্রকল্পের সাফল্য সিংহভাগ নির্ভরশীল। প্রকল্পটি আইটি বেইজড হওয়ায় এ বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান যেমন- এটুআই , বিসিসি এর কারিগরি মতামত গ্রহণের জন্য কারিগরি টিম গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে । যারা প্রকল্পের বিভিন্ন কারিগরি দিক বিচার বিশ্লেষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন।
১৬	ডিপিপি-তে ৪১ এবং ৪২ নং পৃষ্ঠা অন্তর্ভূক্ত নেই।	ভুলক্রমে বইতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি।